গীতা

শ্রীগণেশ চন্দ্র ধর
৩য় বার্ষিক শ্রেণী—সাহিত্য বিভাগ

ধর্ম্মজগতে গীতাকে লইয়া একটা বেশ হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। এই গীতা যে কি, তাহা জানিবার জন্য যুগের পর যুগ মনীষীর দল সূক্ষ্ম চিন্তার সাহায্যে কত যে গবেষণা করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কেহ বলেন, গীতা ইতিহাসের আদর্শ ধর্ম্মভাব যুক্ত একটা অপূর্ব্ব ঘটনা বিশেষ। কেহ বলেন, গীতা ঐতিহাসিক ঘটনা নহে। নানা দেশের নানা লোক এই গীতাকে নানা চক্ষে দেখিয়া থাকেন। গীতা ঐতিহাসিক আদর্শ ঘটনা সত্য, গীতা একখানি যোগশাস্ত্র সত্য, গীতা একটা আধ্যাত্মিক যোগবিজ্ঞান সত্য। যে যে ভাবের লোক সে ঠিক সেইভাবেই উহাকে গ্রহণ করেন। কেহ উহাকে হিংসার প্রতিমূর্ত্তি রূপে কল্পনা করেন, আবার কেহ বা গীতাকে অহিংসার সিদ্ধাসন বলিয়া গ্রহণ করেন। নারিকেলের কঠিন আবরণ সরাইয়া ফেলিতে পারিলে যেমন সুমিষ্ট জল ও সুন্দর সারাংশ মিলিয়া থাকে ঠিক তেমনি ধারা মানবজীবনের যাত্রার পথে দুঃখ দৈন্যের কঠিন আবরণ সরাইয়া ফেলিতে পারিলে শান্তির বা মুক্তিপথের সন্ধান মিলিয়া থাকে। তাই বোধ হয় তাপিত জীব অমৃতের সন্ধানে বাহির হইতে না পারিলে উহা যে পাওয়া যাইবে না তাহা ভুলিয়া যায়। তাই মনে করে দুঃখবাদই জীবনের পরম সত্য। তবে এই দুঃখবাদের মহাকণ্টকময় পথ হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছে—গীতা। ভারতের তেজ ধর্ম্মে। ভারতের গৌরব ধর্ম্মে। ভারতের সমস্ত কিছুই ধর্ম্মে। ভারতের মহাধর্ম্মপুস্তক এই গীতা। ইহাকে চরম দর্শন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ভারতের প্রাণ আনন্দের মধুর ঝঙ্কারে ধ্বনিত হয় গীতার ছন্দে। ভারতের শৌর্য্য বীর্য্য জয় ধ্বনিত হয় গীতার মন্ত্রে। তাই গীতাকে আশ্রয় করিয়া যোগী যোগ সাধনা করেন, ত্যাগী ত্যাগ স্বীকার করেন। সুতরাং এই গীতাই মানুষের পরম ও চরম আশ্রয়।

উপনিষৎ—বেদের সার, আর গীতা উপনিষদের সার। যে সমস্ত ধনসম্পদ উপনিষদে নিহিত আছে, মণিমালাকারে গীতায় তাহাই গ্রথিত। গীতা শ্রেষ্ঠ, গীতা ধর্ম্ম ও দর্শন জগতের চিরজ্যোতিঃ।

গীতা নিত্য সত্য সনাতন সম। গীতা অনাদি কাল ধরিয়া অনাদি হৃদয়াকাশে উচ্ছ্বসিত। যেখানে জীব এবং যেখানে জীবের জীবন-মরণের মহাসংগ্রাম, সেইখানেই ভগবানের আবির্ভাব ও সাধকের মনোভিলাষসিদ্ধি।

গীতায় কি আছে? কি শিক্ষা দেয় এই গীতা? যদি কোনও জীব ভগবান লাভের জন্য যথার্থ ব্যাকুল হয় তাহা হইলে ভগবান তাহার ভিতরে থাকিয়া নানা কর্ম্মস্তরের মধ্য দিয়া তাহাকে নিজের মধ্যে মিলাইয়া লন। কি করিয়া স্তরগুলি পার হইয়া তাঁহার সঙ্গে মিশিতে হয় তাহাই গীতায় তিনি বলিয়াছেন। প্রত্যেক জীবের 'আমার' ভিতর থাকিয়া, সেই মহা-সারথী, মায়ার ভিতর দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া তাহাকে বিরাট করিয়া তুলিতেছেন। ইহাই তাঁর বিশ্বরচনা নামে খ্যাত। জীবজগতকে তাঁহার নিজের এই স্বরূপ বুঝাইবার জন্যই এই সৃষ্টি কল্পিত। যতক্ষণ না আত্মা নিজের একত্ব, বিশালত্ব এবং নিত্যত্ব বুঝিতে পারে ততক্ষণ তাহার জীবভাব থাকে। ইহাই সাধারনে বন্ধন বা মায়া নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। আর যখন জীব আত্মায় আত্মায় প্রকৃত সম্বন্ধ বুঝিতে পারে, তখনই জীব ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন - ইহাকেই মুক্তি বলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বন্ধন বা মুক্তি বলিয়া কিছুই নাই।

এই অজ্ঞান অবস্থা হইতে জ্ঞানের অবস্থাতে যাইতে হইলে, যে যে পথ দিয়া যাইতে হয় তাহাকেই "যোগসাধন" বলে। জন্ম, মৃত্যু, নানা যোনিভ্রমন, অনন্ত কাল ধরিয়া বিশ্বে ছুটাছুটি এ সমস্তই যোগসাধন। সৃষ্টি—যোগস্থান ভিন্ন আর কিছুই নয়। প্রতি অণু, পরমাণু ইহার সাধক, আর অনাদি অনন্ত সেই জ্ঞানময় পুরুষ ইহার দেবতা। যোগের অর্থ অনন্ত জ্ঞানময় প্রচণ্ড পুরুষের সঙ্গে মিলিত হওয়া। যদি আমরা একবার প্রকৃত চিন্তা করিয়া দেখি তাহা হইলে আমরা নিশ্চই দেখিতে পাইব যে ইহা এক অভিনব ব্যাপার। কারণ যদি একবার ভাবিয়া দেখা যায় তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ব্যোমপরমাণু হইতে সূচনা করিয়া বিরাট সূর্য্য পর্য্যন্ত, এবং ক্ষুদ্র কীট হইতে আরম্ভ করিয়া সিদ্ধাষ্টি পর্য্যন্ত সকলেই এক মহাতেজময়, বিজ্ঞানময়, সর্ব্বেশ্বরের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য তাঁহারই শক্তির শুভময় আবর্ত্তনের তালে তালে ঘুরিয়া তাঁহাকেই মধ্যে রাখিয়া, তাঁহারই অঙ্গে একত্ব লাভের জন্য উৎসুক। কখনও আনন্দে, কখনও দুঃখে, কখনও জ্ঞানে, কখনও অজ্ঞানে—সৃষ্টিতে, স্থিতিতে, লয়ে এইভাবে অনন্তের সঙ্গে একাকার হইতে ছুটিতেছে যেন নদী সকল ছুটিয়াছে সাগরের সঙ্গে মহামিলনের আশায়। কোথাও তার না আছে বিরাম, না আছে বিচ্ছেদ, বুঝি বা এ মহাযোগের শেষও নাই। এই যে উত্তাল তরঙ্গসম বেগময় গতি—ইহাকেই যোগসাধনা বলে।

যতক্ষণ না আমরা একত্ব বুঝি, ততক্ষণ আমরা পৃথিবীর ধুলিতেই জীবনের চরম সর্থকতা লাভ করি। সুতরাং যোগী হইলেও আমরা সাধারণ যোগী পদবাচ্য হই না। আর এই মানবজন্মই এই অবস্থার শেষ সীমা। যখন প্রকৃত মানুষ হই, তখন সেই পরম পুরুষের আকর্ষণ অনুভব করিয়া থাকি। সেই সময়ে জীব আর বিরহ সহ্য করিতে পারে না। তাই সমস্ত কিছু ভাঙ্গিয়া, সব কিছুই ছাড়িয়া ভগবৎ আলিঙ্গনে বদ্ধ হইবার জন্য কাঁদিয়া ওঠে।

সুতরাং এই সময় হইতেই যোগবিজ্ঞানের সর্ব্বপ্রথম বিকাশ হইতে থাকে। এই স্থান হইতে ভগবান যে যে স্তরের ভিতর দিয়া জীবকে আকর্ষণ করেন, সেই সেই ভাবান্তর সকল যোগ নামে খ্যাত। এইখান হইতে তিনি অনন্ত ঐশ্বর্য্য প্রতি জীবকে দেখাইতে দেখাইতে এবং মধুর বাক্যের দ্বারা কর্ণযুগল পূর্ণ করিতে করিতে লইয়া যান। এই খান হইতে যাহা করান এবং করিতে থাকেন তাহাই গীতা। ভগবান লাভের নিমিত্ত প্রাণের মধ্যে বিষাদময় ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া মিলন ভাব অবধি গীতা। বিষাদ হইতে আরম্ভ করিয়া মুক্তি অবধি যে সমস্ত ভাবান্তর দ্বারা জীব পরিচালিত হয়, গীতায় তাহাই এক একটী যোগ নামে খ্যাত। এই আকর্ষণের সোপানাবলি যখন একে একে মানবহৃদয়ে ধ্বনিত হয়, তখন জীব বুঝিতে পারে যে তার আর অধিক দেরী নাই। আর সেই সঙ্গে জীবের মনে আসে এক মহামিলনের সন্ধিক্ষণ এবং মিলনের আশা পূর্ণ হইবে বলিয়া আনন্দে অধীর হইয়া যায়।

অতএব বহুশাস্ত্র পাঠে কোনও ফল নাই। একমাত্র গীতাবাক্যই সর্ব্ব শাস্ত্রের সার কথা।

"গীতাসুগীতাকর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃশাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মলাভস্য মুখপদ্মবিনিঃসৃতা॥"

কালের মানুষ

শ্রীবামন দাস লাহিড়ী
প্রথম বর্ষ—সাহিত্য

আজকালকার কয়টি কথা
বল্‌বো পদ্য করে।
রাগ ক'রে সব ঝাঁপাঝাঁপি
করোনাক ঘরে।
এই ধরণা ছেলেগুলো
বড়ই পোয়েটিক।
ন' বছরেই চুল ঘুরিয়ে
বেড়ায় নিয়ে ষ্টিক্;